১১১

লোহার বিস্কুট

সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীর কাহিনি অবলম্বনে

গল্প • শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ছবি • ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

অক্ষয়বাবুর বাড়িতে ভাড়া এলেন কমলকৃষ্ণ দাস। একদিন রাতে বাড়িওয়ালা চলে গেলেন কোথাও। এর পরই বাড়ির ভিতরে পাওয়া গেল একটা গুলিবিদ্ধ লাশ। তদন্তে নেমে ব্যোমকেশ বক্সী কি পারলেন এই খুনের কিনারা করতে?

সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীর কাহিনি অবলম্বনে

লোহার বিস্কুট

গল্প • শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ছবি • ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

ব্যোমকেশের কেয়াতলার বাড়িতে একদিন সকালে• • •

আমি কমলকৃষ্ণ দাস। এ পাড়াতেই থাকি। আপনাকে চিনি, কিন্তু আলাপ করা হয়নি।

আমার জীবনে একটা ছোট্ট সমস্যা এসেছে মশাই!

সমস্যা! বলুন বলুন, সিগারেট চলে?

কলকাতায় এসে এ পাড়াতেই উঠি। একটি লোক তার বাড়ির নীচের তলার একটা ঘর ছেড়ে দিল। ফ্যামিলি আনা হল না।

বাড়িটা দোতলা। নীচে দুটো ঘর, ওপরে দুটো।

বাড়িওয়ালা অক্ষয়বাবু ওপরে একা থাকেন, কিন্তু তাঁর কাছে লোকজনের যাতায়াত আছে।
লোকটি মিষ্টভাষী, কিন্তু কী কাজ করে তা বুঝতে পারিনি।
আমাকে কোনওদিন দোতলায় ডাকত না।
এইভাবে তিনমাস থাকার পর একদিন রাতে আমি বন্ধুর বাড়ি থেকে নিমন্ত্রন খেয়ে ফিরছিলাম। বাড়ির কাছে এসে দেখি অক্ষয়বাবু নেমে এসে দরজায় তালা দিচ্ছেন।
এ কী! এত রাতে কোথায় চললেন?
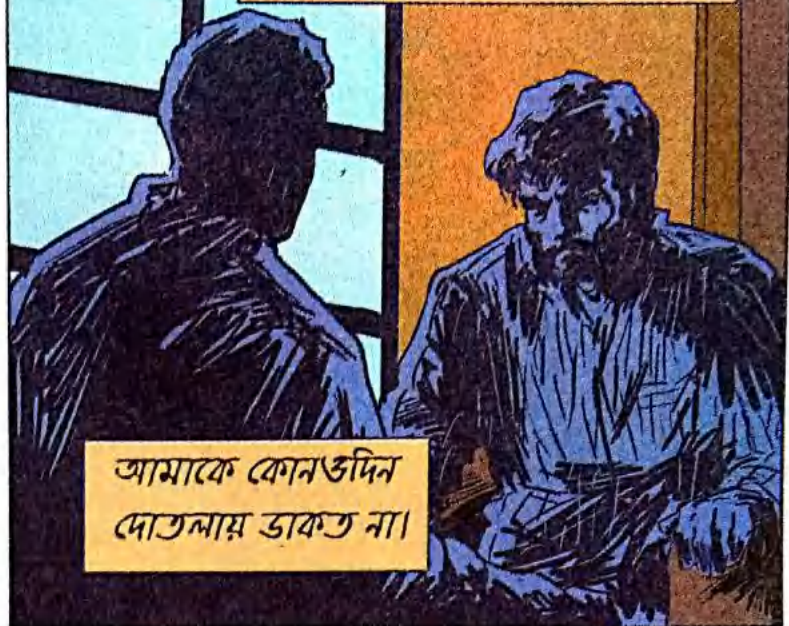
কয়েক পা গিয়েই অক্ষয়বাবু থমকে দাঁড়ালেন। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন –

কমলবাবু, আপনি লোক ভাল। ব্যাঙ্কে চাকরি করেন। একটা কথা বলে যাই। সাতদিনের মধ্যে যদি না ফিরি, আমার পুরো বাড়িটা আপনি দখল করবেন।

আপনাদের ব্যাঙ্কে আমার অ্যাকাউন্ট আছে। মাসে মাসে দেড়শো টাকা আমার খাতায় জমা দেবেন। এলাম।

!

বাড়িওয়ালা চলে যাওয়ার পর খেয়াল হল সে আমাকে তার ঘরের চাবি দিয়ে যায়নি। যাই হোক, বউকে চিঠি লিখে দিলাম ...

সংসার গুটিয়ে তৈরি থাকো, বাসা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

বাড়িটা পাওয়ার আনন্দে মন উৎফুল্ল হয়ে উঠল। আশায় আশায় দু'দিন কেটে গেল। তিনদিনের দিন ...

বিকট মড়া পচা গন্ধ বেরোতে লাগল।

সন্দেহ হল, পুলিশ ডাকলাম। পুলিশ তালা ভেঙে ওপরে ঢুকল। দেখা গেল ঘরের মেঝেয় একটা মড়া পড়ে আছে। কপালে ফুটো। গুলি করে খুন করা হয়েছে।

দেখতে দেখতে একপাল পুলিশ বাড়ি ঘিরে ফেলল ...

লাশ চালান হল। দারোগাবাবু আমাকে জেরা করলেন।
নিরপেক্ষ সাক্ষী হিসাবে আমি আর পাড়ার একজন সঙ্গে রইলাম।

তিন-চারদিন পরে মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানা গেল। সে একজন দাগি আসামি। নাম হরিহর সিং। চোরাচালান করত। সোনাদানা, নেশার জিনিস এই সবের কারবার ছিল।

অক্ষয়বাবুর সঙ্গে কোন সূত্রে আলাপ তা জানা যায়নি। তার নামে হুলিয়া জারি হয়েছে, কিন্তু এখনও ধরা পড়েনি।

থানা থেকে ফেরার সময় জিজ্ঞাসা করলাম
আমি কি তা হলে এখন পুরো বাড়িটা দখল করতে পারি?
স্বচ্ছন্দে। আসামি যখন ফেরার হবার সময় আপনাকে বাড়ির হেপাজতে রেখে গেছে ...

আপনি থাকবেন বই কী। তবে একটা কথা, আসামির যদি সাড়াশব্দ পান তখুনি থানায় খবর দেবেন।
নিশ্চয়ই। সে আর বলতে হবে না।

স্ত্রী আর মেয়েকে এনে বাড়ি দখল করে দিব্যি থাকছিলাম। সব কিছুই ব্যবহার করি কিন্তু আলমারি, বাক্স, দেরাজে হাত দিই না।
মাস দুই আগে সকালবেলা এক অপিরিচিত লোক এসে হাজির হল। সঙ্গে একটি স্ত্রীলোক।
এ হচ্ছে অক্ষয়ের স্ত্রী। আমি ওর বড় ভাই। এতদিন আমি ওকে পুষেছি। কিন্তু আর আমার পোষার ক্ষমতা নেই। এবার ও স্বামীর বাড়িতে থাকবে। আপনি বাড়ি ছেড়ে দিন।
অক্ষয়বাবুর স্ত্রী আছেন তা কোনওদিন শুনিনি। যদি সত্যি হয়, তা হলে আদালতে গিয়ে বলুন। তারপর দেখা যাবে।

পাহাড়ি। খুব হিংস্র। নাম ভুটো।

ব্যাঙ্কে যাওয়ার সময় আর রাত্তিরে সে ছাড়া থাকে, বাড়ি পাহারা দেয়।

মনের কোনে একটা ভাবনা লেগে রইল। হয়তো আড়াল থেকে অক্ষয় কোনও কুটিল খেলা খেলছে।
দিন দশেক পর একখানা বেনামী চিঠি পেলাম।
বাড়ি ছেড়ে যাও নইলে বিপদ
থানায় গিয়ে চিঠি দেখালাম
চেপে বসে থাকুন, নড়বেন না। পাহারা বাড়িয়ে দিচ্ছি।
তারপর থেকে আর কিছু হয়নি। কিন্তু এখন যে সমস্যায় পড়েছি, তার জন্যই আপনার কাছে আসা। ব্যাঙ্ক থেকে আমার একমাসের ছুটি পাওনা হয়েছে।
আমার স্ত্রীর অনেক দিনের ইচ্ছা তীর্থে যাবে। ব্যাঙ্কের এক সহকর্মীও আমার সঙ্গেই ছুটি নিয়ে কুম্ভু স্পেশালে যাওয়ার জন্য চাপাচাপি করছে।
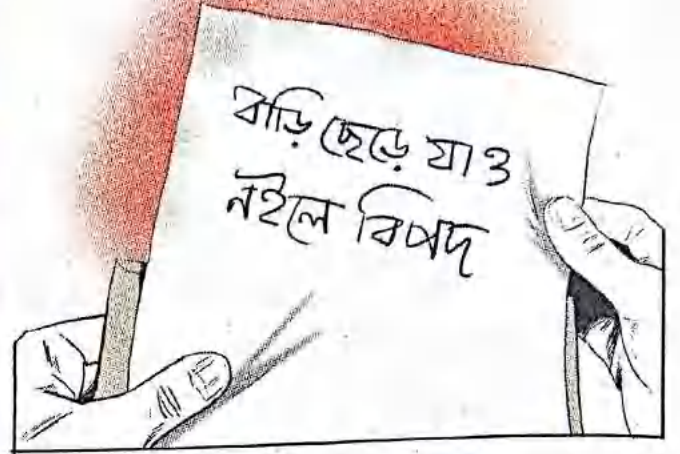
ভুটোকে যদি কোনও কেনেলে রেখে আমরা বেড়াতে যাই, সেই সময় হয়তো কেউ এসে বাড়ি দখল করে বসল, তা হলে কী হবে?
হুম। এটা হতেই পারে।

পুলিশের কাছে আর যেতে মন চাইল না। তাই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।
আপনি বলুন, আমার কী করা উচিত?

কিছু বলার আগে, আমার একবার আপনার বাড়িটা দেখা দরকার।
এ তো আমার পরম সৌভাগ্য! কখন আসবেন বলুন?

এখুনি যাব। তবে একটু বসুন। বাইরে বেশ রোদ। আমি ছাতা নিয়ে আসছি।

!
ব্যোমকেশের ছাতাটি বেশ বড়। তাতে কয়েকটি ফুটো। মাথায় দিয়ে হাঁটলে তার মুখ দেখা যায় না, কিন্তু সে অন্যকে ফুটো দিয়ে লক্ষ করতে পারে।
সত্যান্বেষীর উপযুক্ত ছাতা।

কমলবাবুর বাসা ব্যোমকেশের বাড়ি থেকে মিনিট পাঁচেকের পথ।
ছোট দোতলা বাড়ি। কিন্তু একটা বিশেষত্বের জন্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।
গোটা ছাদটাই লোহার শিক দিয়ে ঢাকা।
আপনার বাড়ির যা ব্যবস্থা, তাতে কোনও মতেই বাইরে থেকে ছাদে ওঠা সম্ভব নয়।
আমি আসার আগে থেকেই ওরকম। আসুন, ভেতরে আসুন।
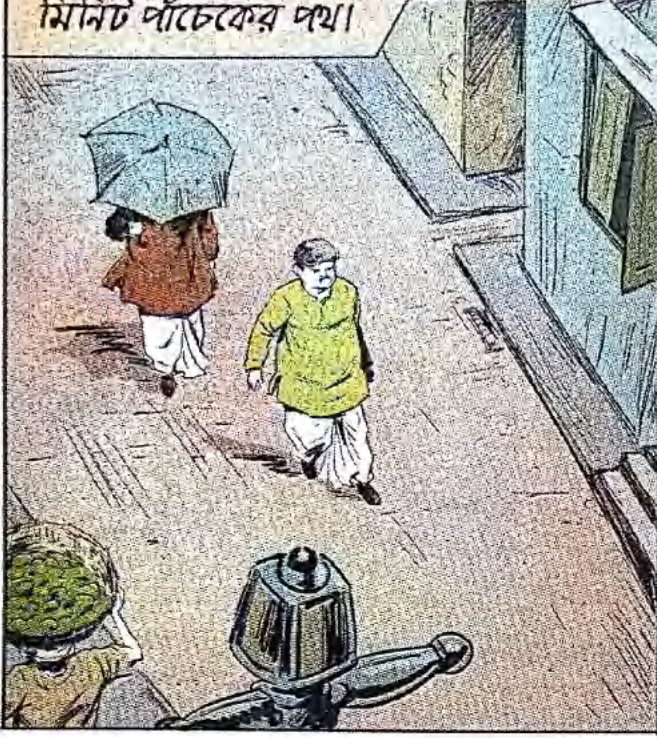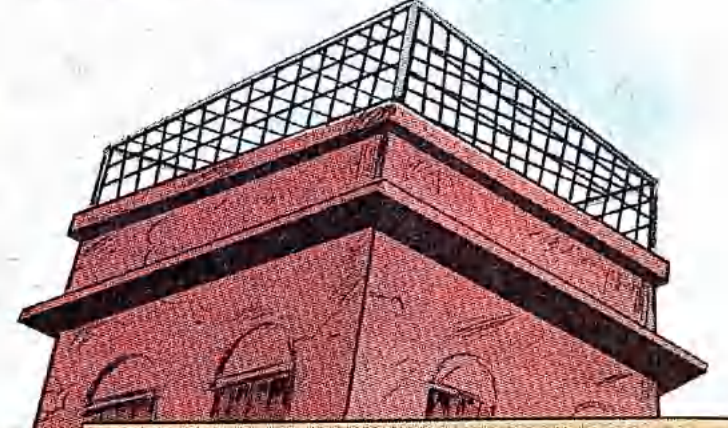
নীচের তলাটা এখন রান্না খাওয়ার জন্য ব্যবহার করি। ওখানটা আগে দেখবেন?
দরকার নেই। এ সময় আপনার স্ত্রী হয়তো রান্নাঘরে আছেন। ওপরতলাটাই দেখি।

ওপরে ওঠার সিঁড়ির দরজায় এসে...
!

ওটা কী?

ঘোড়ার নাল। বিলিতি কুসংস্কার। দরজার মাথায় লাগালে নাকি অনেক টাকাপয়সা হয়!
এটা কি আপনি লাগিয়েছেন?

আসুন, ভেতরে আসুন। এই আমার মেয়ে খুকু, আর ওই হল ভুটো।
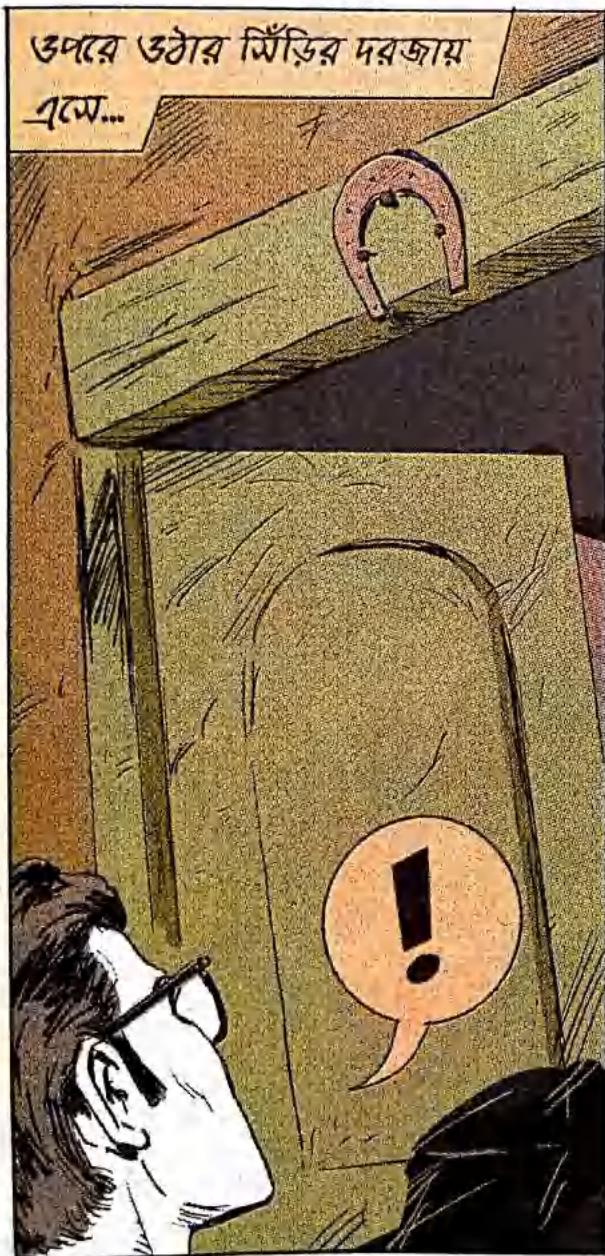
ভুটো চোখ তুলে ব্যোমকেশকে দেখল

খুকু, যাও তোমার মাকে
চা করতে বলো।
ব্যোমকেশকাকু এসেছেন।
আচ্ছা।

খুকু নীচে চলে গেল, ভুটো সঙ্গে-সঙ্গে গেল।

এ ঘরে অক্ষয়বাবুর কোনও
আসবাবপত্র আছে?
ছিল। আমি পাশের
ঘরে নিয়ে গেছি।
আসুন, ওই যে।

পাশের ঘরে গিয়ে...
সেই যে লোহার মোড়ক
পাওয়া গিয়েছিল সেগুলো
কি পুলিশ নিয়ে গেছে?

এর ভেতর গোটা দুই বিস্কুট রেখে সুতো দিয়ে বেঁধে দিলে নিশ্চিন্তি। চলুন, এবার ছাদে।

মনে হচ্ছে যেন বাঘের শূন্য খাঁচায় ঢুকে পড়লাম!

ব্যোমকেশ ছাদের চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল
ছাদটা আপনারা ব্যবহার করেন না?

বেশি গরম পড়লে ছাদে এসে শুই। নিরাপদ জায়গা। চোর ঢোকার উপায় নেই।
বেশ। চলুন, আমার দেখা শেষ হয়েছে।

নীচে নেমে আসতে...
বাবা, বসার ঘরে চা দিয়েছি।

থানায় যার সঙ্গে আপনার এ ব্যাপারে কথাবার্তা হয়, সেই দারোগার নাম কী?
রাখাল সরকার। তা হলে আমাদের তীর্থে যাওয়ার কী হবে ব্যোমকেশবাবু?

টিকিট কিনে ফেলুন।
কোনও ভয় নেই, আপনার বাসা বেদখল হবে না।
আমি জামিন রইলাম।

শনিবার সকালবেলা কমলবাবুর বাসা থেকে পুলিশের পাহারা তুলে নেওয়া হল। কমলবাবু ভুটোকে কেনেলে রেখে এলেন। পুলিশ ছাড়াও অন্য একটি পক্ষ বাসার ওপর নজর রেখেছিল, তারা সব লক্ষ করল।
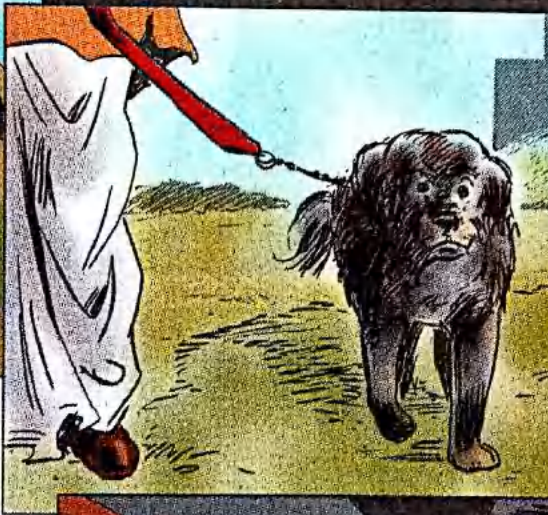
বিকেলবেলা বাসায় চাবি দিয়ে কমলবাবু স্ত্রী মেয়ে নিয়ে তীর্থে বেরিয়ে গেলেন।
যাওয়ার পথে থানায় রাখালবাবুকে চাবি দিয়ে গেলেন।

রাত্রি সাড়ে আটটার সময় ব্যোমকেশ আর রাখালবাবু বেরোলেন।
রাখাল, তৈরি তো?
হ্যাঁ, চলুন।
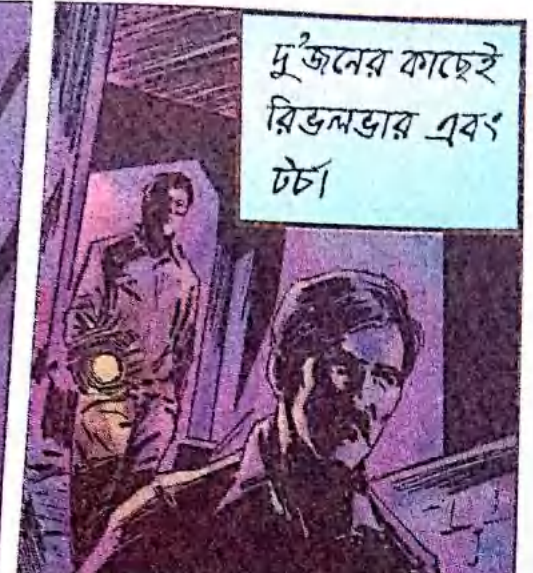
দু'জনের কাছেই রিভলভার এবং টর্চ।

পাশের বাড়ির পাঁচিল ডিঙিয়ে দু'জনে কমলবাবুর খিড়কি দিয়ে বাড়িতে ঢুকলেন।

খিড়কির দরজা বন্ধ করে পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠলেন।

বাড়ি নিঃশব্দ। পলকের জন্য রাখালবাবু টর্চ জ্বেলে দেখে নিলেন, ঘোড়ার নাল যথাস্থানে আছে।

চলুন, ছাদে গিয়ে অপেক্ষা করলেই বোধহয় ভাল।
না। আমি ছাদে যাচ্ছি। তুমি এ ঘরেই লুকিয়ে থাকো। দু'জনেই ছাদে গেলে এদিক থেকে দরজা বন্ধ করা যাবে না।

বেশ। আপনি ছাদে যান। আমি দরজা বন্ধ করে দিচ্ছি।

ব্যোমকেশ ছাদে উঠে গেল। রাখালবাবু দরজায় হুড়কো দিয়ে নেমে এলেন।

আকাশে চাঁদ নেই। তারাগুলো ঝিকমিক করছে। ব্যোমকেশ অন্ধকারে একটা আলসের পাশে মিলিয়ে গেল।

রাত প্রায় দুটো। রাখালবাবু বন্ধ ঘরের মধ্যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন, এমন সময় ...
ধপ্
দরজার বাইরে একটা শব্দ হল।

নিঃসাড়ে একজন বাড়িতে প্রবেশ করে
সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এল।

রাখালবাবু
রিভলভার
বের করলেন।

লোকটির একহাতে থলি, অন্য হাতে একটা
লোহা বাঁধানো ছড়ি। ছড়িতে সুতো বাঁধা।
মাছধরা ছিপের মতো।

ছড়ি বাড়িয়ে সে দরজার মাথা থেকে
ঘোড়ার নালটি নামিয়ে আনল...

ছড়ির সুতোয় সেটি বেঁধে
নিয়ে ছাদে উঠে গেল।

ছাদের দরজায় মৃদু শব্দ…
ব্যোমকেশ সতর্ক হল।

একটা ছায়ামূর্তি সোজা জলের ট্যাঙ্কের দিকে এগিয়ে গেল।
ট্যাঙ্কের ঢাকনা খুলে সরিয়ে রাখল, তারপর…

ছড়ির ডগায় বাঁধা ঘোড়ার নাল ট্যাঙ্কের জলের মধ্যে ডুবিয়ে দিল।
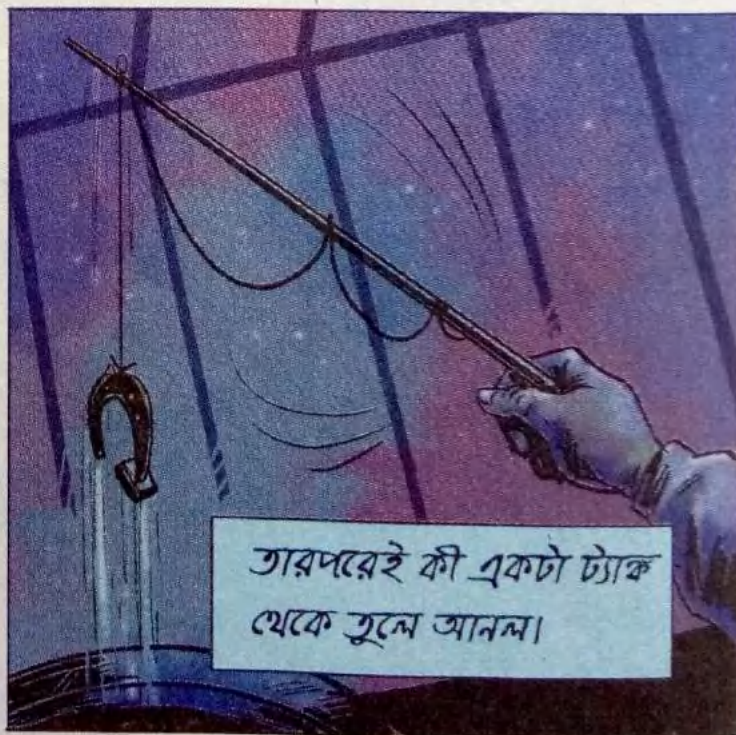
তারপরেই কী একটা ট্যাঙ্ক থেকে তুলে আনল।

লোকটা যেন মাছ ধরছে। বারবার ছিপ ডোবাচ্ছে আর তুলছে। তুলে ব্যাগের মধ্যে পুরছে, আবার ডোবাচ্ছে ...

মিনিট কুড়ি পর লোকটা থামল। ট্যাঙ্ক থেকে নেমে এল।

দরজার দিকে পা বাড়াতেই...
কেমন মাছ ধরলে? অক্ষয়বাবু?
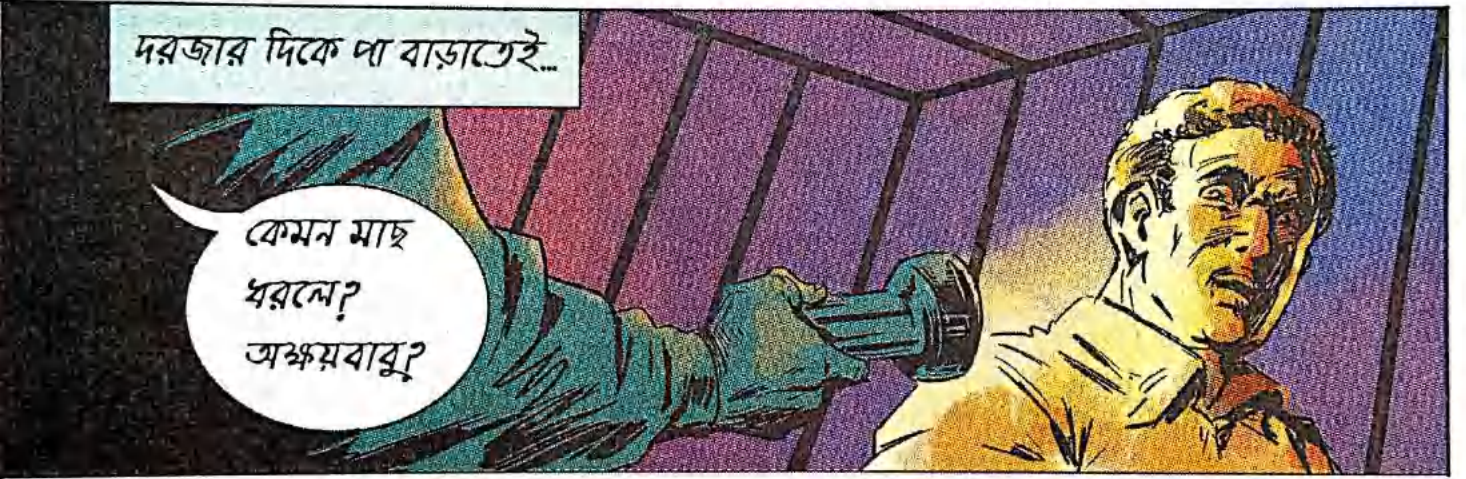
ক্ষিপ্রবেগে অক্ষয় নিজের পকেটে হাত দিল ...
কিন্তু ...

হাত বের করার আগেই
ব্যোমকেশের টর্চ গদার মতো আঘাত করল।
দামমম
আহহহহ
হরিহর সিংকে খুন করার
অপরাধে তোমাকে
গ্রেপ্তার করলাম।
রাখাল নীচ থেকে
ছুটে এল।
এর পকেটে
রিভলভার আছে।
বের করে নাও।

ব্যাগ থেকে কয়েকটা লোহার প্যাকেট বের করে ব্যোমকেশ তার ওপর টর্চের আলো ফেলল।
বাঃ! এই যে, যা ভেবেছি তাই। লোহার মোড়কে সোনার বিস্কুট।

পরদিন সকালে
ভাল চাও তো বলো, কোথায় রাত কাটালে?
দোহাই ধর্মাবতার, রাখাল সাক্ষী আছে – আমি কোনও কুকার্য করে আসিনি।

শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল। গল্পটা বলবে?
বলব বলব। কিন্তু তার আগে এক পেয়ালা চা।

এক পেয়ালা কড়া চা এনে
টর্চ ভাঙল কী করে? মারামারি করেছ?
না... না, মারামারি নয়।

কিন্তু তার বাড়িটি ছিল ভদ্র পাড়ায়। কারও সঙ্গে সেরকম মেলামেশা না করলেও চুপচাপ লাশ গায়েব করা সম্ভব নয়। তার ওপর আর একটা অসুবিধে—কমলবাবু।
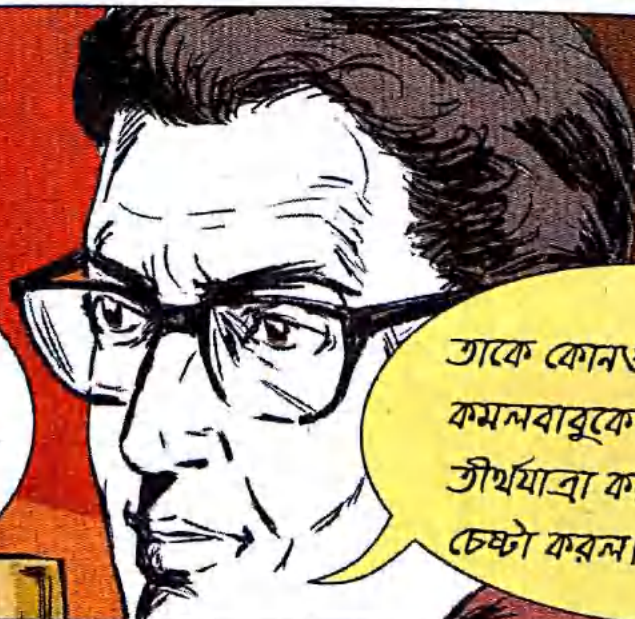
কমলবাবু তার এই টোপ গিলে ফেলেও আবার কী ভেবে আমার কাছে আসেন পরামর্শ করতে।
সব শুনে আমি আর রাখাল মিলে ফাঁদ পাতলাম। জানতাম অক্ষয় আসবেই ...
ক'দিনের জন্যেও যদি কমলবাবুকে বাড়ি থেকে সরানো যায়, তা হলেই অক্ষয়ের কাজ মিটে যাবে।
মড়া পাচার করতে না পেরে অক্ষয় বাড়ি থেকে পালায়। কিন্তু তার সব সোনা বাড়িতে রয়ে যায়। সোনা সে সিন্দুকে রাখত না। রাখত লোহার খাপে ভরে ছাদের জলের ট্যাঙ্কে।
জলের ভেতর থেকে তুলত কী করে?

সেই জন্যই ঘোড়ার নাল রেখেছিল। লোকে ভাববে ওটা কুসংস্কার, কিন্তু আসলে ওটা চুম্বক। সুতোয় বেঁধে জলে ডোবালেই লোহার খাপে ভরা সোনা উঠে আসত।
আমি ছাতা ঠেকিয়েই বুঝতে পেরেছিলাম।
কত সোনা পাওয়া গেল?

সাতান্নটি লোহার মোড়ক, প্রত্যেকটায় দুটো করে সোনার বিস্কুট। একটা বিস্কুটের ওজন পঞ্চাশ গ্রাম। কত দাম হয় হিসেব করে দেখো।
সত্যবতী কেবল একটি নিশ্বাস ফেলল।